নির্বাচন কমিশন বার্তা

web : www.ec.org.bd

৭ম বর্ষ | ২৭ ও ২৮ তম সংখ্যা | জুলাই - ডিসেম্বর ২০১৬

স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের শুভ উদ্বোধন

ভোটারদের স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ শুরুর মধ্য দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে দেশ আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। দেশের প্রায় ১০ কোটি ভোটারকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তৈরি স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০২ অক্টোবর ২০১৬ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদকে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের মাধ্যমে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণের কাজ শুরু করা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্র পৌঁছে দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তা মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমদের কাছে হস্তান্তর করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও তাঁর স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ক্রিকেট দলের ১৫জন সদস্যকেও স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র পৌঁছে দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট হস্তান্তর করছেন।

পরবর্তীতে একই দিন মাননীয় নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি বিলুপ্ত ছিটমহল বাংলাদেশের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত কুড়িগ্রামের দাসিয়ারছড়া ইউনিয়নে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের শুভ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আজ জাতীয় জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। সেইসাথে জাতি হিসেবে বিশ্বে এই কার্ড আমাদের মর্যাদা অনেকগুণে বাড়িয়ে দিবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি এমন একটি তথ্যসমৃদ্ধ কার্ড যা সন্ত্রাসী, জঙ্গী ও অপরাধীদের সনাক্ত করতে খুবই সহায়ক হবে। বহুবিধ সুবিধাসম্বলিত এ কার্ডের তথ্যের নিরাপত্তার ব্যাপারেও গুরুত্ব আরোপ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এজন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে নির্বাচন কমিশনকে তিনি অনুরোধ করেন।

২০০৮ সালের বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নির্বাচনি ইশতেহারের কথা উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে প্রত্যয়ের কথা আমরা বলেছিলাম আজ এই স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ বলেন, ২০০৭ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সার্বিক সহযোগিতা এবং সাধারণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে নাগরিকগণের ব্যক্তিগত তথ্যাদি, ছবি ও বায়োমেট্রিকস ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে গ্রহণ ও সংরক্ষণ করে গড়ে তোলা হয় একটি নাগরিক তথ্য ভাণ্ডার, একই সাথে ভোটার তালিকার উপজাত হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করা হয়।

স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মোবারক, জনাব মোহাম্মদ আবু হাফিজ, ব্রিগে. জেনারেল (অবঃ) মোঃ জাবেদ আলী ও মোহাম্মদ শাহ নেওয়াজ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত Identification System for Enhancing Access to Services [IDEA] প্রকল্পের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নয় কোটি ভোটারকে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে। পরবর্তীতে বাকী ভোটারদের স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হবে।

নির্বাচন কমিশনের নাগরিক ডাটাবেস হালনাগাদ, আইন প্রণয়ন, হালনাগাদ প্রক্রিয়ায় আধুনিক যন্ত্রপাতির সংযোজন, সেবা বিকেন্দ্রীকরণ, ১০ আঙ্গুলের ছাপ

এ সংখ্যায় যা আছে

কভার স্টোরি-

- স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের শুভ উদ্বোধন

ভিতরের পাতায়-

- স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র
- বর্তমান কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন
- নির্বাচন কমিশনের নতুন ভবনের উদ্বোধন
- নির্বাচন কমিশন ভবন
- ভোটার তালিকা হালনাগাদ
- নির্বাচন কমিশনের নতুন সচিব
- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৬
- জেলা পরিষদ নির্বাচন ২০১৬
- নির্বাচন কমিশন সভার সিদ্ধান্তসমূহ
- CSSED প্রকল্পের সমাপ্তি
- নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধন
- প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা
- নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অবসর
- FEMBoSA এর সপ্তম সম্মেলন
- বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ

স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র করে পরিচয় দিন গর্বভরে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ও স্মার্ট এনআইডি কার্ডের ব্রান্ড এ্যামবাসেডর মাশরাফিকে তার কার্ড প্রদান করছেন।

গ্রহণ, চোখের আইরিস গ্রহণের মাধ্যমে বায়োমেট্রিক তথ্য সমৃদ্ধশালীকরণ এবং সর্বাধিক প্রযুক্তির স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের মাধ্যমে এনআইডি সিস্টেমকে যুগোপযোগী করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

অবাধ, সুষ্ঠু, ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে ২০০৭ সালে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়। ভোটার তালিকার জন্য তথ্য সংগ্রহের সময় অতিরিক্ত কিছু তথ্য সংগ্রহ করে নাগরিক নিবন্ধন এর ডাটাবেস তৈরি করা হয়। নিবন্ধিত প্রায় সাড়ে আট কোটি নাগরিককে বিনামূল্যে পেপার লেমিনেটেড পরিচয়পত্র প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়। তখন ২২টি বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তির জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবহার করা হবে বলে নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে সরকারি বেসরকারি, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দূতাবাসসহ বিভিন্ন সংস্থা ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য এ জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যাপক ব্যবহার শুরু করে। ভোটার ডাটাবেসের মাধ্যমে ব্যক্তির পরিচয় সনাক্তের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৬৮টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও এ পরিচয়পত্র ব্যবহারের ক্ষত্রে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। এটি সাধারণ কাগজে মুদ্রণ করে লেমিনেট করা, যার ফলে সহজেই নকল করা যায়, অফলাইনে তথ্য দেখা না যাওয়াতে এর সঠিকতা বুঝা যায় না। এসব সীমাবদ্ধতার কারণে ক্ষেত্রবিশেষে এ পরিচয়পত্র অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়, যে কারণে সেবা গ্রহণ ও প্রদানে সঠিক নাগরিক সনাক্তকরণ, সঠিক ব্যক্তির সঠিক সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ও আঙ্গুলের ছাপের মাধ্যমে অফলাইন ভেরিফিকেশন সুবিধাসহ অধিকতর নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যসম্বলিত উন্নত মানের জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় আইডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত মানের স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হচ্ছে।

স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র

স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র একটি আন্তর্জাতিক মানের পরিচয়পত্র যা শতভাগ নিরাপদ। কোনভাবেই তা নকল করা যাবে না। স্মার্ট কার্ড তৈরি ও নিরাপত্তার বৈশিষ্ট্য দেয়া হয় ফ্রান্সে এবং স্থানীয়ভাবে বিশেষ লেজার প্রিন্টারের মাধ্যমে কার্ডে ভোটারের তথ্য লেখা হয়। অত্যন্ত ব্যয়বহুল উন্নত প্রযুক্তির এসব প্রিন্টারও বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। উন্নতমানের সামগ্রী পলিকার্বনেটের তৈরি এ কার্ডে তিন স্তরে ২৫টি নিরাপত্তা ছাপ রয়েছে। তিন স্তরে বাংলাদেশের পতাকা, দোয়েল, স্মৃতি সৌধ, চা পাতা, জাতীয় সঙ্গীত, হলোগ্রামসহ জাতীয় পর্যায়ের ২৫টি বিষয়ের ছাপ রয়েছে। এর কোনটি খালি চোখে দেখা যায়, কোন কোনটির জন্য বিশেষ যন্ত্র এবং ল্যাবরেটরি টেস্টের প্রয়োজন হয়। কার্ডের আরেকটি বিশেষ দিক হল কার্ডে একটি মাইক্রোচিপ সংযোজন করা হয়েছে। এ কার্ডের বৈশিষ্ট্য হল-

- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- নকল করা সম্ভব নয়
- বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন (Apps) চালানো সম্ভব
- চিপ, ২ডি বারকোড, মেশিন রিডেবল জোন (MRZ)
- নাগরিকের সকল তথ্য চিপ-এ সংরক্ষণ।

স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে যেসব সেবা পাওয়া যাবে-

টিন প্রাপ্তি , বিজনেস আইডি নম্বর প্রাপ্তি, শেয়ার আবেদন ও বিও একাউন্ট খোলা, যানবাহন রেজিস্ট্রেশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, চাকুরির আবেদন, সরকারি বিভিন্ন ভাতা, ভর্তুকি উত্তোলন, ব্যাংক হিসাব খোলা,পাসপোর্ট প্রাপ্তি ও নবায়ন, বীমা স্কিমে অংশগ্রহণ, বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন, নির্বাচনে ভোটার শনাক্তকরণ, স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন, গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ সংযোগ, টেলিফোন ও মোবাইল সংযোগ, সিকিউর ওয়েব লগইন, আসামি/অপরাধী শনাক্তকরণ, বিভিন্ন ধরনের ই-টিকেটিং এছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাক্তির পরিচিতি শনাক্তের জন্য স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন

ফেব্রুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত জাতীয় ও স্থানীয় সরকার পরিষদের মোট ৭৪৫৮টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন সমূহ:

নির্বাচনের নাম	সংখ্যা
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০১৩	০১
নবম জাতীয় সংসদের শূন্য ঘোষিত আসনের নির্বাচন (উপ-নির্বাচন)	০৭
দশম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন	৩০০
দশম জাতীয় সংসদের শূন্য ঘোষিত আসনের নির্বাচন (উপ-নির্বাচন)	০৯
জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন	৫০
সিটি কর্পোরেশন সাধারণ নির্বাচন	১০
সিটি কর্পোরেশন উপ-নির্বাচন	০৭
পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন	২৮৪
পৌরসভা উপ-নির্বাচন	৯৫
চতুর্থ উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০১৬	৪৮৭
চতুর্থ উপজেলা পরিষদ উপ-নির্বাচন	১০
উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য	৪৭০
ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন	৪২৯৪
ইউনিয়ন পরিষদ উপ-নির্বাচন	১৩৭৩
প্রথম জেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০১৬	৬১
সর্বমোট	৭৪৫৮

নির্বাচন কমিশনের নতুন ভবনের উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ৩১ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেছেন। নবনির্মিত ভবনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি।

নির্বাচন ভবন এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মহামান্য রাষ্ট্রপ্রতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মোবারক, জনাব মোহাম্মদ আবু হাফিজ, ব্রিগে. জেনারেল (অবঃ) মোঃ জাবেদ আলী ও মোহাম্মদ শাহ নেওয়াজ উপস্থিত ছিলেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদকে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ হতে নবনির্মিত ভবনের প্রতিচ্ছবি সম্বলিত ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতিও নির্বাচন কমিশনকে ক্রেস্ট প্রদান করেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন ও সাংবিধানিক সংস্থা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকবে, অর্থাৎ নির্বাচন পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। কমিশনের এসব কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য একটি নিজস্ব ভবন থাকা প্রয়োজন। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও এতদিন তা নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। আজকে নির্বাচন ভবনের উদ্বোধনের মাধ্যমে আমরা সেই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করলাম।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেন, নির্বাচন চলার সময় নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অধিক সময় কাজ করতে হয়। তাই বর্তমান নিজস্ব ভবন তৈরি হওয়াতে অধিকতর নিরাপত্তা ও দক্ষতার সাথে কর্মকর্তা কর্মচারীগণ তাদের দাপ্তরিক কর্ম সম্পাদন করতে পারবেন। তিনি বলেন আমি জেনে খুশি হয়েছি যে দেশীয় প্রকৌশলীগণ নির্বাচন ভবনের নকশা, স্ট্রাকচারাল ও আর্কিটেকচারাল ডিজাইন প্রণয়নসহ সার্বিক তত্ত্বাবধান করেছেন এজন্য আমি প্রকৌশলীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তবে মনে রাখতে হবে ভবন কেবল ইট পাথরের ইমারত নয়, একটি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রগতির স্বাক্ষর। কালের বিবর্তনে এর ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম। আমার বিশ্বাস আজ নির্বাচন ভবনের যে শুভযাত্রা শুরু হল তা আগামীতে গণতন্ত্রের বাতিঘর হিসেবে আলো ছড়াবে যুগ থেকে যুগান্তরে।

নির্বাচন ভবনের প্রয়োজনীয়তাঃ নতুন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার নব-নব কলাকৌশলের উদ্ভাবন ও প্রয়োগের ফলে নির্বাচন ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষিতে ও আঙ্গিকের যেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তেমনি নির্বাচন কমিশনের কাজের গুণগত মান উন্নয়ন, কর্মীবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে কমিশনের কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে কমিশনের সেবা জনগণের কাছে সহজলভ্য করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য বিদ্যমান অফিস স্পেস অপ্রতুল। সে কারণে জাতীয় পরিচয়পত্র অনুবিভাগ এবং নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এর জন্য অফিস স্পেস ভাড়া করে কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মহল হতে নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করার দাবি উপস্থাপিত হয়। নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করা এবং এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। একদিকে যেমন নির্বাচনী আইন সংস্কার করে যুগোপযোগী করা হয়েছে তেমনি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাংগাঠনিক কাঠামোর পরিবর্তন করে জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। একইভাবে অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ভবন চত্বরে একটি গাছের চারা রোপণ করছেন

প্রতিটি উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচন কমিশনের অফিসসমূহের জন্য নিজস্ব ভবন তৈরি করা হয়েছে। প্রশিক্ষণকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এর অবকাঠামোগত উন্নয়নের চূড়ান্ত প্রাপ্তি হল এ নির্বাচন ভবন।

নির্বাচন কমিশন ভবন

স্বাধীনতা অর্জনের ৪৫ বছর অতিক্রান্ত হলেও এতদিন নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কোন অফিস ভবন ছিল না। দীর্ঘদিন পরিকল্পনা কমিশনের চত্বরে স্বল্পপরিসরে দুটি ব্লকে নির্বাচন কমিশনের অফিস ছিল। পাকিস্তান আমলে সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনের অফিস ছিল ইসলামাবাদে এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রভিনশিয়াল ইলেকশন অফিস ছিল ঢাকার মোমেনবাগে। ১৯৭১ সালে মে-জুন মাসে মুক্তিযুদ্ধচলাকালে প্রভিনশিয়াল ইলেকশন অফিসে বোমা হামলা হয় এবং এতে ১জন নৈশ প্রহরী মারা যায়। ফলে জুন ১৯৭১ সালে প্রভিনশিয়াল ইলেকশন কমিশনের অফিস সচিবালয়ে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অফিস পরিকল্পনা কমিশনের ৫ ও ৬ নম্বর ব্লকে স্থানান্তরিত হয় এবং এখানে বর্তমান কমিশনের কার্যক্রম চলছিল।

নবনির্মিত নির্বাচন কমিশন ভবন

নির্বাচন কমিশন ভবনের জন্য প্রথমে ১৯৯৮ সনে একটি পরিত্যক্ত ভবন বরাদ্দ দেয়া হয়। বর্তমানে যেখানে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র হয়েছে সেখানে একসময় আবহাওয়া অফিস ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তাদের নিজের বিল্ডিংয়ে স্থানান্তরিত হওয়ার পর তা নির্বাচন কমিশনকে বরাদ্দ দেয়া হয়। পরবর্তীতে ন্যাম সম্মেলনের জন্য এখানে সম্মেলন কেন্দ্র তৈরি করা হয়। তখন আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের জন্য জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয়। বরাদ্দকৃত জায়গার পরিমাণ ছোট হওয়ায়, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করে বর্তমানের জায়গা নেয়া হয়।

রাজধানীর আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় দৃষ্টিনন্দন নির্বাচন ভবন। ভবনের সামনেই একপাশে স্থাপন করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য, অন্যপাশে রয়েছে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতিকৃতি সম্বলিত ভাস্কর্য-শহীদ মিনার। পাশেই রয়েছে জলাধার এবং ফোয়ারা, রয়েছে ছোট আকারের কই পুকুর। ভবনের ৪র্থ তলায় রয়েছে আরো একটি দৃষ্টিনন্দন ফোয়ারা।

দেশীয় প্রকৌশলীগণ এ ভবনের নকশা, স্ট্রাকচারাল ও আর্কিটেকচারাল ডিজাইন, নির্মাণ এবং সুপারভিশন করেছেন। এতে আমাদের দেশীয় প্রকৌশলীগণ তাদের দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন। ভবনটি সিভিল এভিয়েশনের নির্ধারিত উচ্চতা মেনে নির্মাণ করা হয়েছে। অগ্নি প্রতিরোধক এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে।

২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭০০ বর্গফুট বিশিষ্ট এ ভবনটিতে সোলার এনার্জি এবং রেইন ওয়াটার হারভেস্টিংসহ খোলামেলা পরিবেশ রয়েছে। আধুনিক সুবিধা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংযোজন করে এ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনে রয়েছে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, এনআইডি ডাটা সেন্টার, পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, নির্বাচন আর্কাইভস এবং মিডিয়া সেন্টার। আধুনিক স্থাপত্য নকশার সমন্বয়ে নির্মিত ভবন ঢাকার বুকে অনন্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে থাকবে।

Construcation of Election Resources Center (ERC) প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ২১৩.০৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় দুটি বেইজমেন্ট ও ১২তালা বিশিষ্ট ইটিআই ভবন এবং দুটি বেইজমেন্ট ও ১১তলা বিশিষ্ট ২.৫৮ লক্ষ বর্গফুট আয়তনের নির্বাচন ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। গত ১৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক ১.২২ লক্ষ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ইটিআই ভবন উদ্বোধন করা হয়। এ ভবনে ইটিআই এর পাশাপাশি ঢাকা আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, ঢাকা জেলা নির্বাচন অফিস এবং জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ ইউনিটসহ এনআইডি অনুবিভাগ রয়েছে।

ভোটার তালিকা হালনাগাদ

২৫ নভেম্বর ২০১৬ হতে সারাদেশে ভোটার তালিকা হালনাগাদ -২০১৬ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ ২৭ নভেম্বর ২০১৬ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের মিডিয়া সেন্টারে ভোটার তালিকা হালনাগাদ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে ভোটার তালিকা হলনাগাদের সময়সূচি ঘোষণা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে সচিব মহোদয় বলেন, ২৫ নভেম্বর ২০১৬ হতে সারাদেশে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ কর্মসূচি চলবে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত। ১লা জানুয়ারি ২০১৭ যাদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবে অর্থাৎ যাদের জন্ম ১লা জানুয়ারি ১৯৯৯ বা তার পূর্বে এবং যারা এখনও ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হননি তারা হালনাগাদে ভোটার হতে পারবেন।

উল্লেখ্য, এবারের ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে না। যারা ভোটার হতে ইচ্ছুক তাদেরকে ২৫ নভেম্বর ২০১৬ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে নিজ নিজ উপজেলা বা থানা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে ভোটার হতে হবে।

ভোটার হওয়ার নির্ধারিত তথ্য ফরম-২ নিজ নিজ উপজেলা বা থানা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় এবং ইউনিয়ন পরিষদ অথবা পৌরসভা কার্যালয়ের সচিবের দপ্তর থেকে সংগ্রহ করে পূরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা থানা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দিবেন। প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ ফরম জমা দেয়ার পর ভোটারের ছবি তোলা হবে এবং আঙুলের ছাপ নেয়া হবে।

নির্বাচন কমিশনের নতুন সচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ

বিসিএস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ ১৯ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব হিসেবে যোগদান করেছেন। অপরদিকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব মোঃ সিরাজুল ইসলামকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

নতুন সচিবকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পক্ষ হতে স্বাগত জানানো হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নতুন সচিব মহোদয়কে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়। মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা, তিনি সচিবালয় ও মাঠ প্রশাসনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৬

অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সকল মহলে প্রশংসিত

নির্বাচনোত্তর সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ

হয়েছে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হিসাবে। অনেকে এ নির্বাচনকে মডেল নির্বাচন হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। নির্বাচনোত্তর সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে আমরা ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করি এবং সফলভাবে কোন প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ছাড়াই নির্বাচন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা নিজেরা নারায়ণগঞ্জ গিয়ে প্রার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেছি। তাদের দাবি শুনেছি এবং তাদের চাহিদা অনুসারে আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন রাজনৈতিকদল, প্রার্থী ও তাদের সমর্থক, কর্মীরা যদি নির্বাচনি আইন ও আচরণ বিধিমালা ভঙ্গ না করেন তাহলেই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব।

এ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী নৌকা প্রতীক নিয়ে মেয়র নির্বাচিত হন। তিনি ১লক্ষ ৭৫ হাজার ৬১১ ভোট পান। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দি বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোঃ সাখাওয়াত হোসেন খান ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পান ৯৬ হাজার ৪৪ ভোট। নির্বাচনে ৬৪% ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। প্রথম বারের মত রাজনৈতিক দলীয় ভিত্তিতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ৭টি রাজনৈতিক দল হতে ৭জন মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সম্পর্কীত খবরের শিরোনাম

সমকাল

ভোট উৎসব

প্রথম আলো

নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে : ব্রতী

নিজস্ব প্রতিবেদক

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে প্রাথমিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা ব্রতী। গতকাল বৃহস্পতিবার নির্বাচন পর্যবেক্ষণ শেষে সংস্থাটি এ প্রতিবেদন পাঠায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রতীর পর্যবেক্ষকেরা বিভিন্ন কেন্দ্রে ৬২০ জন পোলিং অফিসার ও নির্বাচন কর্মকর্তা এবং প্রায় ২৪০ জন ভোটারের সঙ্গে কথা বলে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে : সিইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক

কাজী রকিবউদ্দীন

প্রার্থী ও ভোটারদের সহযোগিতায় নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে জানিয়েছেন

প্রথম আলো

editorial@prothom-alo.info

একটি সুষ্ঠু নির্বাচন

নারায়ণগঞ্জ জাতীয় রাজনীতিকে পথ দেখাক

দৈনিক ইত্তেফাক

উৎসব আনন্দে ভোট

The Daily Star

ELECTIONS FREE, FAIR

No interference made it possible

Top Quote!

"If political parties, candidates and their supporters want peaceful elections and don't violate electoral rules, there is no scope for an unstable situation to arise."

Chief Election Commissioner
Kazi Rakibuddin Ahmad
At a briefing at the EC media centre after voting

প্রথম আলো

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচন

জয়ী হয়েছে ভোট

বাংলাদেশ প্রতিদিন

নজিরবিহীন শান্তিপূর্ণ ভোট

রোমান চৌধুরী সুমন ও এম এ শাহীন, নারায়ণগঞ্জ

নানা শঙ্কা ও জল্পনা ছাপিয়ে নজিরবিহীন শান্তিপূর্ণ ভোট হলো নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে। মানুষের মধ্যে উল্লাস-উদ্দীপনা ছিল নগরজুড়েই। ভোটারদের দাবি, নিকট অতীতে এমন সুন্দর পরিবেশে ভোট দেখেননি নারায়ণগঞ্জবাসী।

নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে : ইডব্লিউজি

ইত্তেফাক রিপোর্ট

শান্তিপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি)। গতকাল শনিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে সংস্থাটি।

জেলা পরিষদ নির্বাচন ২০১৬

অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ৬১টি জেলায় প্রথমবারের মতো জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা পরিষদ নির্বাচন অন্যান্য নির্বাচন হতে ভিন্ন। বিভিন্ন স্থানীয় সরকার পরিষদের (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ জেলা পরিষদের নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছেন। সকাল ৯টা হতে দুপুর ২টা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের মিডিয়া সেন্টারে নির্বাচনোত্তর সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ বলেন, প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত জেলা পরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা হতে ভিন্ন এবং ভোটার সংখ্যা কম হলেও নির্বাচন কমিশন এ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কোন প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর মধ্যে যাতে কোন শঙ্কা না থাকে, প্রতিটি ভোটার যাতে নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে, ভোটকেন্দ্রে এসে স্বাচ্ছন্দ্যে তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন সেজন্য ব্যাপক নিরাপত্তা প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

এ নির্বাচনে যেহেতু ভোটার কম, সেজন্য ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা ছিল একটি চ্যালেঞ্জ। এজন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কোন ভোটার যাতে প্রকাশ্যে ব্যালটে সিল না মারেন এবং ব্যালটের ছবি তুলতে না পারেন সেজন্য বিশেষ নির্দেশ প্রদান করা হয়। মোবাইল ফোনসহ সকল ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে ভোট সেন্টারে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

তিনটি পার্বত্য জেলা ছাড়া ৬১টি জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে ফেনী এবং ভোলা জেলায় সবগুলো পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে। এই নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা- ৬৩১৪৩ জন। এরমধ্যে পুরুষ- ৪৮৩৪৩ জন এবং মহিলা- ১৪৮০০ জন । মোট প্রার্থী - ৩৯৩৮ জন, এর মধ্যে চেয়ারম্যান প্রার্থী- ১৪৬ জন, সংরক্ষিত সদস্য- ৮০৬ জন, সাধারণ সদস্য- ২৯৮৬ জন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়- চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন- ২১ জন। ভোটকেন্দ্র ৯১৫ টি। প্রতি কেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের পৃথক কক্ষ ছিল।

নির্বাচন কমিশন সভার সিদ্ধান্তসমূহ

আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৬ সময়ে নির্বাচন কমিশনের (১২৫তম-১৩০তম) ০৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় নির্বাচন কমিশনারগণ, সচিব এবং ঊর্ধ্বতন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। কমিশন সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১২৫তম সভা, ১৪ আগস্ট ২০১৬

সিদ্ধান্ত ঃ

- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ সংশোধন ঃ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর খসড়া অনুমোদন করা হয়
- স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রচারের জন্য TVC (টেলিভিশন কমার্শিয়াল/ বিজ্ঞাপন), পোস্টার, বিলবোর্ড (২টি), বুকলেট, স্টিকার, নির্বাচন কার্যালয়ের জন্য বিভিন্ন প্রকার নোটিশ ব্যানার ও কল সেন্টার স্থাপনের বিষয়টি উপস্থাপিত কার্যপত্র অনুযায়ী অনুমোদন করা হয়।

১২৬তম সভা, ১৭ আগস্ট ২০১৬

সিদ্ধান্ত ঃ

- স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণের কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। বিতরণ কেন্দ্রে নিরাপত্তার কাজে আনসারের পাশাপাশি গ্রাম পুলিশকে নিয়োজিত করতে হবে এবং স্থানীয় পুলিশের সহায়তা চাইতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।
- সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়নঃ সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর খসড়া অনুমোদন করা হয়।
- স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠান: স্মার্ট কার্ড আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণের লক্ষ্যে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত হয়। সচিব সারসংক্ষেপ পাঠিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ করবেন।
- স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রচারণার কাজে Brand Amabassador নিয়োগ: স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রচারণার জন্য Brand Amabassador হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক জনাব মাশরাফি বিন মর্তুজা-কে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত হয়।

১২৭তম সভা, ২৪ আগস্ট ২০১৬

সিদ্ধান্ত ঃ

উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ এর সংশোধন অনুমোদন করা হয়। উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর খসড়া অনুমোদন করা হয়। উল্লিখিত বিধিমালাটি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আইন অনুবিভাগের মাধ্যমে সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১২৮তম সভা, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬

সিদ্ধান্ত ঃ জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা,২০১৬ এর বিধি-৯ পর্যন্ত যেসকল বিষয় সংশোধনের জন্য আলাচনা করা হয়েছে, তা আলোচনা অনুযায়ী সংশোধন করে এবং উক্ত বিধিমালার অন্যান্য বিধি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী কমিশন সভায় উপস্থাপণ করার সিদ্ধান্ত হয়।

১২৯তম সভা, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬

সিদ্ধান্ত ঃ জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর প্রণয়ন : বিস্তারিত আলোচনার পর কমিশন নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনঃ ক. জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি-২৩ পর্যন্ত যে সকল বিষয়ে মাননীয় কমিশন সংশোধনের জন্য আলোচনা করেছে তা আলোচনা অনুযায়ী সংশোধন করে এবং উক্ত বিধিমালার অন্যান্য বিধি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী কমিশন সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

১৩০তম সভা, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬

সিদ্ধান্ত ঃ জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা,২০১৬ প্রণয়নঃ বিস্তারিত আলোচনার পর কমিশন নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন :

সকল নির্বাচনের জামানতের টাকার হিসাব মাঠ পর্যায় হতে সংগ্রহ করে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

জেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর প্রণয়ন ঃ বিস্তারিত আলোচনার পর কমিশন নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন:-

উপস্থাপিত জেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ), ২০১৬ আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী কমিশন সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ৬ (২) (চ) এ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রশাসক-কে অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধনের জন্য এবং উক্ত আইনের ধারা ২০ (২) (ছ) এ ভোট গ্রহণের তালিকার পরিবর্তে ভোট গ্রহণের তারিখ বাক্যটি অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

CSSED প্রকল্পের সমাপ্তি

ছবিসহ ভোটার তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করার নিমিত্ত উপজেলা/থানা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে সার্ভার স্টেশন ভবন নির্মাণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মোট ৩৫৬৩৩.৬৪ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য ১০৪৯২.৬৪ লক্ষ টাকা এবং জিওবি ২৫১৪১.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে (CSSED) প্রকল্পটি নভেম্বর ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ প্রকল্পের আওতায় ৩৯৩টি উপজেলা, ৫২টি জেলা এবং ৯টি আঞ্চলিক সার্ভার স্টেশন নির্মাণ এবং ৯টি থানা সার্ভার স্টেশনের জন্য অফিস স্পেস ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপজেলা এবং জেলা সার্ভার স্টেশনে বাউন্ডারি ওয়াল এবং কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করা হয়েছে।

নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধন

মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ ১৪ নভেম্বর ২০১৬ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। নবনির্মিত ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব

মোহাম্মদ আবদুল মোবারক, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আবু হাফিজ, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মোঃ জাবেদ আলী ও মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মোঃ শাহনেওয়াজ। সভাপতিত্ব করেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, আধুনিক এ ভবনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যেন বিশ্বমানের হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর এর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিকতার সাথে কাজ করার উপর জোর দেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারিদের উদ্দেশ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ইংরেজি, কম্পিউটার আর নির্বাচনি আইন সম্পর্কে দক্ষ হতে হবে, কেননা বর্তমান বিশ্বে এ তিন বিষয়ে অভিজ্ঞদের বিরাট চাহিদা রয়েছে। ভবনের নামফলক উন্মোচনের পর নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন চত্বরে বৃক্ষরোপণ করেন তিনি । নির্বাচন ভবনের পাশেই ১.২২ লক্ষ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ইটিআই ভবনে ইটিআই এর পাশাপাশি ঢাকা আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, ঢাকা জেলা নির্বাচন অফিস এবং এনআইডি অনুবিভাগের জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ ইউনিট রয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

প্রশিক্ষণ: নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন নির্বাচনের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। জুলাই হতে সেপ্টেম্বর,২০১৬ সময়ে মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণের মধ্যে ০৮টি [রংপুর (পীরগঞ্জ), নীলফামারী (ডোমার), দিনাজপুর (ঘোড়াঘাট), বগুড়া (সোনাতলা), পাবনা (বেড়া), নড়াইল (লোহাগড়া), টাঙ্গাইল (ঘাটাইল), পটুয়াখালী (সদর)] পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে মোট ৫৮৪ জন প্রিজাইডিং ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং ১০১০ জন পোলিং অফিসারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দশম জাতীয় সংসদের ১৪৬ ময়মনসিংহ-১ ও ১৪৮ ময়মনসিংহ-৩ নির্বাচনি এলাকার শূন্য আসনের উপ-নির্বাচন উপলক্ষে ১,৩৬৯ জন প্রিজাইডিং ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং ২,২৭৬ জন পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও অক্টোবর হতে ডিসেম্বর ২০১৬ সময়ে মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৬ এবং জেলা পরিষদ নির্বাচন-২০১৬ উপলক্ষে মোট ৪৪১৯ জন প্রিজাইডিং ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং ৬৫৮১জন পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ৭১জন প্রিজাইডিং ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং ১২২ জন পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০১৬ উপলক্ষে ২৮৯৪ জন প্রিজাইডিং ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং ৪৮৫৭জন পোলিং অফিসারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৬ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Election Management System (EMS), Candidate Information Management System (CIMS) & Result Management System (RMS) Software প্রশিক্ষণ নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ১৩জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

২৯নভেম্বর ২০১৬ তারিখ জেলা পরিষদ নির্বাচন-২০১৬ উপলক্ষে সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের ব্রিফিং এ ৮৯জন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোহাম্মদ আবদুল মোবারক, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ। প্রশিক্ষক হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমান, আইটি বা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ঃ প্যাকেজ নং এ-২ এর আওতায় গত ২০ জুলাই ২০১৬ তারিখ হতে ০৯ আগষ্ট ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ে যথাক্রমে (১) Oracle BI Applications 7.9: Develop a Data Warehouse, (2) Oracle Access Manager 11g: Administration, (3) Oracle Database 11g: Data Mining বিষয়ে প্রকল্পের অফিসারগণের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়।

নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অবসর

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম জেসমিন টুলী- ২৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অবসরোত্তর ছুটি গ্রহণ করেন। জনাব মিহির সারোয়ার মোর্শেদ ১৮ই অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। গত ১৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অবসরে যান নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব মোহাম্মদ জকরিয়া। এছাড়া প্রাক্তন জেলা নির্বাচন অফিসার, কক্সবাজার মরহুম মোঃ ফজলুর রহমানকে ১৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে পারিবারিক পেনশন এবং জনাব মিছবাহ উদ্দিন আহমদ, প্রাক্তন উপপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়-এর পেনশন ভাতা ও আনুতোষিক ০২ আগস্ট ২০১৬ তারিখে মঞ্জুর করা হয়েছে। এনআইডি উইং এর পরিচালক (অপারেশন্স) ও আইডিয়া প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক (অপারেশন্স) জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ মুসা গত ২০/০৮/২০১৬ তারিখে অবসরোত্তর ছুটি গ্রহণ করেন। জনাব মোঃ ছালামত উল্লাহ্ মিঞা (মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা), উপসচিব (চলতি দায়িত্ব), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা ২৩.১১.২০১৬ তারিখে, জনাব এ,কে,এম শাহাব উদ্দিন, অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ৩০.১০.২০১৬ তারিখে, জনাব মনিরুল ইসলাম, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), রংপুর ২৯.১২.২০১৬ তারিখে এবং জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা ২৯.১২.২০১৬ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন।

FEMBoSA এর সপ্তম সম্মেলন

মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ 'Leader of the Delegation' হিসেবে "7th Meeting of the Forum of Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA)" এ অংশগ্রহণের জন্য ০২-০৪ আগস্ট ২০১৬ মালদ্বীপ ভ্রমণ করেন। এছাড়াও মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবদুল মোবারক এবং যুগ্ম সচিব জনাব জেসমিন টুলী এ ফোরামে 'Member of the Delegation' হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

FEMBoSA *এর সপ্তম সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সদস্য দেশসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ*

বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ

মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু হাফিজ 'Leader of the Delegation' হিসেবে "Regional workshop on Electoral Dispute Resolution (EDR) and Electoral Justice" সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ২১-২২ জুলাই ২০১৬ পর্যন্ত নেপাল ভ্রমণ করেন। এছাড়াও যুগ্ম সচিব জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান এ ফোরামে 'Member of the Delegation' হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ শাহ নেওয়াজ "3rd Asian Electoral Stakeholder Forum (AESF-III)" এ অংশগ্রহণের জন্য ২২-২৬ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ করেন।

"Commonwealth Electoral Network (CEN) steering Committee and working Group meetings" শীর্ষক সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ শাহ নেওয়াজ ২১-২৩ নভেম্বর ২০১৬ লন্ডন ভ্রমণ করেন।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এর নেতৃত্বে ৪ (চার) সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল "Pre-shipment Inspection Of Smart NID Card" বিষয়ক কার্যক্রমের তদারকি করতে ২-৯ ডিসেম্বর ২০১৬ ফ্রান্স সফর করেন। এ সফরে অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন আইডিইএ প্রকল্পের সিস্টেম এনালিস্ট ফারজানা আখতার ও এনআইডি উইং এর সহকারী পরিচালক ফৌজিয়া সিদ্দিক।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এর নেতৃত্বে ৭ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ২২-২৮ অক্টোবর ২০১৬ "Smart NID card Factory Inspection as per agreement between IDEA project and Oberthur Technologies" বিষয়ক কাজের তদারকি করতে চীনের শিনঝেন সফর করেন। এ ভ্রমণে অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন আইডিইএ প্রকল্পের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সুলতানুজ্জামান মোঃ সালেহ্ উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জনাব মোঃ হায়দার আলী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম, মোহাম্মদ এনামুল কবির, পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, Alain Francois Louis Boucar, Corporate Management Advisor Syctl (PMC) Firm এ এইচ এম আব্দুর রহিম খান।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমান এর নেতৃত্বে ৪ (চার) সদস্যের একটি দল "Pre-shipment Inspection Of Smart NID Card" বিষয়ক কর্যক্রমের তদারকি করতে ১৩-২০ ডিসেম্বর ২০১৬ চীন সফর করেন। অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন আইডিইএ প্রকল্পের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সুলতানুজ্জামান মোঃ সালেহ উদ্দিন, থানা নির্বাচন অফিসার বেগম ফারহানা ফাতেমা ও মোঃ রিয়াজ উদ্দিন।

"Procurement Management in the Public sector" শীর্ষক কর্মশালায় যোগদান করতে ১০-২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ ইতালি ভ্রমণ করেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপপ্রধান ড. আমজাদ হোসেন ও সিনিয়র সহকারী সচিব মো: সাবেদ উর রহমান।

মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবদুল মোবারকের একান্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ এনাম উদ্দিন, থানা নির্বাচন অফিসার মোহাম্মদ শাহজালাল ও এনআইডি উইং এর সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আল মামুন "4th Special Training Programme In Election Management For SAARC Election Officials" শীর্ষক কর্মশালায় যোগদান করতে ০৫-১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ ভারতের নয়াদিল্লি সফর করেন। "Factory Law on workers Security and Legal Remedies Factory Disaster in Bangladesh" শীর্ষক কর্মশালায় যোগদান করতে ০৭-২৭ ডিসেম্বর ২০১৬ জাপান সফর করেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপসচিব মোঃ মহসিনুল হক ও সিনিয়র সহকারী সচিব লায়লা শারমিন।

"Election Management: Role of Technology" শীর্ষক কর্মশালায় যোগদান করতে ২০-২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ভারত ভ্রমণ করেন মোহাম্মদ মতিয়ুর রহমান, থানা নির্বাচন অফিসার ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা ও উপজেলা নির্বাচন অফিসার সুনামগঞ্জ সদর জনাব মোঃ ফাওজুল কবীর খান।

"Pre-shipment Inspection of Toshiba Company for Air conditioner" শীর্ষক কর্মশালায় যোগদান করতে ০৮-১২ ডিসেম্বর ২০১৬ থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেন প্রকল্প পরিচালক ইআরসি প্রকল্প জনাব এস এম আশফাক হোসেন ও উপ-প্রকল্প পরিচালক ইআরসি প্রকল্প জনাব মোহাম্মদ পারভেজ খাদেম।

"BRIDGE Training on voter Education" শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য ২০-২৫ জুলাই ২০১৬ শ্রীলংকা ভ্রমণ করেন জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ ও বেগম নুর নাহার ইসলাম, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, রংপুর সদর, রংপুর।

প্রকাশনা ও সম্পাদনা : এস এম আসাদুজ্জামান, পরিচালক (জনসংযোগ); ই-মেইল : asad.bec@gmail.com
নির্বাচন ভবন : প্লট ই, ১৪/জেড-এ, আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭, ফোন : ৫৫০০৭৫২০, ফ্যাক্স : ৫৫০০৭৫৬৬, web : www.ec.org.bd